[2023] 2 এস. সি. আর 297

স্নেহাসিস গিরি এবং অন্যান্যরা

বনাম

সুভাশিষ মিত্র

(2022 সালের 352 নং অবমাননার আবেদন (দেওয়ানি))

ফেব্রুয়ারি 02, 2013

[এস. রবীন্দ্র ভাট এবং দীপঙ্কর দত্ত, বিচারপতি দ্বয়]

আদালত অবমাননা - পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা পরিষেবা কমিশন আইন, 2008-এর কিছু বিধানগুলি, যা সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, তা হাইকোর্ট দ্বারা অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে সুপ্রিম কোর্ট এই আইনের বিধানগুলিকে বৈধ এবং কার্যকরী বলে ঘোষণা করেছিল - আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন, মাদ্রাসাগুলির দ্বারা কিছু নিয়োগ করা হয়েছিল - হাইকোর্ট কর্তৃক আইনের বিধানগুলি অসাংবিধানিক ঘোষণা করার পরে নিযুক্ত শিক্ষকদের বেতন ছাড়ার জন্য দায়ের করা আদালত অবমাননার কার্যধারা। আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন দেওয়া অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, কোনও সন্দেহ নেই যে আদালত নিয়োগগুলি যথাযথভাবে বৈধ বলে ঘোষণা করেছিল, যতক্ষণ তা সংশ্লিষ্ট নিয়ম ও নিয়মাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তবে মাদ্রাসাগুলি কীভাবে শিক্ষকদের শিক্ষণ/অ-শিক্ষণ কর্মী হিসাবে নিয়োগের জন্য এগিয়ে গিয়েছিল সে সম্পর্কে আদালত তার চিন্তা প্রয়োগ করেছিল কিনা তা নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। - এছাড়াও, নিয়ম/প্রবিধান, প্রযোজ্য বিজ্ঞপ্তি এবং নির্দেশিকা সম্পর্কে কোনও আলোচনা হয়নি যার পরিপ্রেক্ষিতে সহায়তাপ্রাপ্ত এবং বিনা সহায়তায় স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়োগ করতে পারে - আদালত অবমাননার কার্যধারায় তার পরিধি প্রসারিত করতে পারে না এবং এমন বিষয়গুলি পরীক্ষা করতে পারে না যা রায়ে অন্তর্ভুক্ত নির্দেশ/আদেশের অংশ নয় যার অবমাননার অভিযোগ রয়েছে – প্রতিবাদী/অভিযুক্তি অবমাননাকারীদের যুক্তি যে, যাচাইএর অনুশীলন হওয়া উচিত।

প্রতিটি আবেদনকারীদের নিয়োগের বিষয়টি যথোচিত ভাবে যাচাই না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই নির্ধারিত নয়, তাই পরবর্তী কার্যবাহ চালানো যাবে না – আবেদনকারীদের দাবীর যথার্থটা নির্ণইয়ের জন্য কমিটি গঠিত হয়েছে – পশ্চিম বঙ্গ মাদ্রাসা পরিষেবা কমিটি গঠিত হয়েছে – পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা কমিশন আইন 2008 - ভারতেরর সংবিধান – অনুচ্ছেদ 142

আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করে, এই আদালত

সিদ্ধান্তঃ ১. আপিলে হাইকোর্টের রায় এই আইনের কিছু বিধানকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছিল। এই আদালত তার রায়ে এই আইনের বৈধতা সম্পর্কে হাইকোর্টের সেই ফলাফলগুলি খারিজ করে দিয়েছে। ফলস্বরূপ, আইনের বিধানগুলি বৈধ এবং কার্যকরী বলে বিবেচিত হয়েছিল।

58 নং অনুচ্ছেদে, আদালত আইনের বিধান অনুসারে, কমিশনের মনোনয়নকে বৈধ বলে ঘোষণা করে এবং হাইকোর্টের দ্বারা বিষয়গুলির নিষ্পত্তির পরে করা নিয়োগগুলি সমস্ত উদ্দেশ্যে বৈধ বলে বিবেচিত হয়।তবে মাদ্রাসাগুলি কীভাবে শিক্ষকদের শিক্ষণ/অ-শিক্ষণ কর্মী হিসাবে নিয়োগ করতে এগিয়ে গিয়েছিল, সে সম্পর্কে আদালত তার চিন্তা প্রয়োগ করেছিল কিনা সে বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। এছাড়াও, প্রয়োজনীয় শিক্ষার মান এবং প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে সাহায্যপ্রাপ্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়োগ করতে পারে এমন নিয়ম/প্রবিধান, প্রযোজ্য বিজ্ঞপ্তি এবং নির্দেশিকা সম্পর্কে কোনও আলোচনা হয়নি, একটি স্বচ্ছ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা; সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল কি না;কোন কমিটি বা ব্যক্তি নির্বাচন সংস্থা নিয়ম ও প্রবিধান অনুসারে গঠিত হয়েছিল কিনা ইত্যাদি। যারা প্রতিবাদী/অভিযুক্ত অবমাননাকারীদের যুক্তি, যে যাচাইয়ের অনুশীলন হওয়া উচিত, তা যোগ্য এবং যথেষ্ট বলে মনে হয়।সুতরাং, আপিলের বিচারাধীনতার সময় প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, কোনও সন্দেহ নেই যে আদালত নিয়োগগুলি ততটা বৈধ বলে ঘোষণা করেছিল, যতক্ষণ তারা সংশ্লিষ্ট নিয়ম এবং কার্যকরী নিয়ম মেনে চলেছিল। আদালত, অবমাননার কার্যধারায়, তার পরিধি প্রসারিত করতে পারে না, এবং এমন বিষয়গুলি পরীক্ষা করতে পারে না যা তার প্রদত্ত অংশ নয়, অর্থাৎ রায়ে থাকা নির্দেশ বা আদেশের পরিমাণ, যার অবমাননার অভিযোগ আনা হয়েছে।[অনুচ্ছেদ 6-9] [302-এফ; 304-ডি-এইচ; 305-বি]

সুধীর বাসুদেব বনাম এম. জর্জ রবিশেখরন (2014) 3 এস. সি. সি 373 [2014] 4 এস. সি. আর 27-এর উপর আস্থা রাখা হয়েছে।

২. আবেদনকারীদের প্রত্যেকের নিয়োগের বিষয়ে যথাযথ যাচাই না করা পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না বলে পরবর্তী কার্যধারা চালিয়ে যাওয়া যাবে না।উপরন্তু, এই আদালত, অবমাননার এক্তিয়ারের বৈধ অনুশীলনে, কোন সিদ্ধান্তের সারবত্তা পরীক্ষা করতে পারে না, রাজ্য বা মাদ্রাসার অবস্থান বিষয়ে, যে কোন আবেদনকারীদের কেউ সংশ্লিষ্ট নিয়ম এবং বিধিমালা বিবেচনা করে কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত হওয়ার সুবিধা পেতে অধিকারী কিনা। [অনুচ্ছেদ 10 এবং 11] [307-ই-জি]

জে. এস পরিহার বনাম গণপত **দুগ্গর** (1996) 6 **এস.** সি. **সি** 291: [1996] 6 Suppl. এস. *সি. আর 110; মেদিনীপুর পিপলস কো অপ ব্যাঙ্ক লিমিটেড* **বনাম চুনিলাল নন্দা** (2006) 5 এস. সি. সি 39-এর উপর আস্থা রাখা হয়েছে।

৩. সংবিধানের 142 অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে কলিকাতা উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়।আরও নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। প্রগনিত তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির কথা মাথায় রেখে আবেদনকারীর দাবিগুলি বিবেচনা করার জন্য কমিটিকে অনুরোধ করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ 17] [309-জি-এইচ; 310-এ]

শেখ মো. রফিক বনাম ম্যানেজিং কমিটি, কাঁথি রহমানিয়া হাই মাদ্রাসা ও অন্যান্য **2020 (6) এস. সি. সি** 689:[2020] **1 এস. সি. আর 185-কে** উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলার উল্লেখ

[2020] 1	**এস. সি.আর 185**	**অনুচ্ছেদ 2-এ উল্লেখ করা হয়েছে**
[2014] 4	**এস. সি. আর 27**	**অনুচ্ছেদ 5-এর উপর আস্থা রাখা হয়েছে**
[1996] 6 Suppl.	**এস. সি. আর 110**	**অনুচ্ছেদ 11-এর উপর আস্থা রাখা হয়েছে**

দেওয়ানি আপিল/অন্তর্নিহিত এক্তিয়ার 2022 সালের অবমাননার আবেদন (দেওয়ানি) No.352।2017 সালের সিভিল আপিল No.5808-এ।

2014 সালের এ. এস. টি নং 192-এ কলিকাতার হাইকোর্ট-এর 09.12.2015 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

সহিত

অবমাননা আবেদন (দেওয়ানি)সংখ্যা: 513/2022, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575/2023, 514, 515, 498, 516, 517/2022, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594/2023, 353, 354, 355, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 494, 512/2022, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601/2023, 360, 361, 362, 363, 375, 376, 377, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 378, 379, 380, 495, 496, 497, 499, 500, 501, 502, 510, 511/2022, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611/2023 এবং দেওয়ানি আপিল সংখ্যা 768 of 2023

বিজয় হানসারিয়া, পার্থ সারথি ভট্টাচার্য, সি. ইউ. সিং, হুজেফা এ. আহমদী, সিনিয়র অ্যাডভোকেটগণ।, আবু সাহেল, রাজীব কুমার গুপ্ত, পরমিন্দর সিং ভুল্লার, পিযুশ কে রায়, মিসেস কাকলি রায়, নাইমুল হক, রাজন কে চৌরাসিয়া, গৌরব চৌধুরী, চাঁদ কুরেশি, সঞ্জয় সাইনি, রাহুল মোহদ, প্রদীপ মোহদ, শিব কুমার বৎস, রমাকান্ত শর্মা, ড.রাম কিশোর চৌধুরী, পুলকিত আগরওয়াল, অতরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনন্দ রাহা, আবু সোহেল, নিশান্ত কুমার, বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, গোলাম মহিনদ্দিন, অনিন্দ মুখার্জি, রামেশ্বর প্রসাদ গোয়েল, শ্রীমতী মধুমিতা ভট্টাচার্য, শ্রীমতী আরুষি মিশ্র, শামশাদ, আদিত্য সমাদ্দার, এম আর শামশাদ, শশাঙ্ক সিং, অরিজিৎ সরকার, শ্রীমতী নবীলা জামিল, উপস্থিত পক্ষগুলির হয়ে আইনজীবীগণ।

আদালতের রায় প্রদান করলেন**এস. রবীন্দ্র ভাট, বিচারপতি দ্বারাঃ**

1. 2021 সালের এসএলপি (সি) নং 3352-এ অনুমতি প্রদান করা হল। সিভিল আপিল নং 5808/2017-এ অবমাননার আবেদন দাখিল করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।এগুলি উপরে উল্লিখিত অবশিষ্ট অবমাননার আবেদন গুলির সাথে গৃহীত হল।

2. এই আদেশটি বেশ কয়েকটি অবমাননার আবেদনের নিষ্পত্তি করবে যা শেখ মো. রফিক বনাম ম্যানেজিং কমিটি, কাঁথি রহমানিয়া হাই মাদ্রাসা ও অন্যান্য[1] -- *এই মামলায় এই আদালতের রায় ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছিল। এই আদালতকে* কলিকাতা উচ্চ আদালতের দ্বারা প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গির সঠিকতা বিবেচনা করতে হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা পরিষেবা কমিশন আইন, 2008 (এরপরে, "আইন")-এর কিছু বিধান অসাংবিধানিক ছিল।এই বিধানগুলি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করত যা সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত ছিল।এই আদালত তার সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করেছে যে, আইনের 8,10,11 ও 12 ধারার বিধানগুলি বৈধ ও সাংবিধানিক ছিল।একই সময়ে আদালত সচেতন ছিল যে আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন মাদ্রাসাগুলির দ্বারা কিছু নিয়োগ করা হয়েছিল এবং নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

> *"58. পরিশেষে, আমরা কমিশন আইনের বিধান অনুসারে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত মনোনয়ন বৈধ এবং কার্যকর বলে ঘোষণা করি।যাইহোক, হাইকোর্টের দ্বারা বিষয়গুলির নিষ্পত্তির পরে যদি সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাগুলি দ্বারা কোনও নিয়োগ করা হয়, তবে শিক্ষকদের এই ধরনের নিয়োগ সমস্ত উদ্দেশ্যে বৈধ বলে মনে করা হবে।কিন্তু কমিশন আইন এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী, কমিশন বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষক নির্বাচন ও মনোনীত করতে সক্ষম হবে।"*

[1] *2020 (6) এস. সি. সি 689*

3. সমস্ত আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে আপিলের এ কার্যধারার বিচারাধীন থাকাকালীনও, হাইকোর্ট কর্তৃক আইনের বিধানগুলি অসাংবিধানিক ঘোষণা করার পরে নিযুক্ত শিক্ষকদের বেতন মুক্তি চেয়ে আদালত অবমাননার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল। আবেদনকারীরা 10.5.2016, 01.8.2016, 17.5.2018 তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের উল্লেখ করেন যাতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন যারা নিয়োগপ্রাপ্ত বা কাজ করছেন তাদেরকে বেতন দেওয়া উচিত।এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে রায়ের প্রভাব হল যে আইনের বিধানগুলি বহাল রাখার পরেও, আদালত একই সাথে আবেদনকারীদের নিয়োগকে সুরক্ষা দেয়।এই পরিস্থিতিতে, অবমাননাকারী প্রতিবাদীর দ্বারা কোনও না কোনও অজুহাতে তাদের নিয়মিত চাকুরির সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা আইনটির উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞার সমতুল্য যা যথাযথ কঠোর পদক্ষেপ দাবী করে।

4. এই অবমাননার বিচারপ্রক্রিয়ায় বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পরে এবং পক্ষগুলির জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করে, এই আদালত 12.07.2022-এ প্রতিবাদীগন (অভিযুক্ত অবমাননাকারীদের) আবেদনকারীদের দাবিগুলি বৈধ এবং যুক্তিসিদ্ধ কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য বিবেচনা ও যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছিল এবং যথাযথ অর্থ বিতরণের নির্দেশ দিয়েছিল। 23.02.2023-এর পরবর্তী আদেশে দেখা গেছে যে, এই আদালতের চূড়ান্ত রায়ের শর্তাবলী, বিশেষ করে অনুচ্ছেদ 58 প্রকাশ করে যে সুবিধাগুলি সীমাবদ্ধ ছিল না এবং কেবল মামলা-মোকদ্দমার পক্ষগুলিকেই লাঘব দেওয়া হয়নি, তবে নির্দেশাবলীর প্রভাব ছিল সামগ্রিক বিচারের ক্ষেত্রে। আদালত তাই বিবাদী অবমাননাকারীদের সমস্ত বাদীর অধিকারের বিষয়ে নথি থেকে যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছে। আদালত অবমাননার আবেদনকারীরা তাদের প্রতিক্রিয়ায় অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে এই আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে আদালত অবমাননার আবেদনকারীদের শিক্ষক/অ-শিক্ষক কর্মী হওয়ার বা আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকার দাবির সত্যতা যাচাই করার উপর জোর না দিয়ে তাদের বেতন দিয়ে দেওয়া হোক। এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে এই আদালত সচেতন ছিল যে বেশ কয়েকটি নিয়োগ করা হয়েছিল যা প্রযোজ্য নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে অনিয়মিত বা অ-অনুমোদনযোগ্য ছিল। এই প্রসঙ্গে উত্তরদাতা/অভিযুক্ত অবমাননাকারীরা 07.05.2018 তারিখের আদেশের উপর নির্ভর করে জমা দিয়েছিলেন যে সেই আদেশে আদালত দ্ব্যর্থহীনভাবে নথি করেছে যে সাময়িক ব্যবস্থায় করা ব্যবস্থাগুলিতে কোনও সমতা তৈরি করা হবে না যা দেওয়ানি আপিলের চূড়ান্ত আদেশ সাপেক্ষে হবে।

5. প্রতিবাদীগন আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই আদালতের রায়ে-অর্থাৎ 58 অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত নির্দেশাবলীতে কোথাও এমন কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই যাতে তাদের শিক্ষক/অ-শিক্ষক কর্মী হওয়ার বা আইন দ্বারা নির্ধারিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকার দাবি যাচাইয়ের উপর জোর না দিয়ে অবমাননার আবেদনকারী সহ যে কোনও ব্যক্তিকে বেতন দিয়ে দিতে বলা হয়েছে। আরও পেশ করা হয়েছে যে আবেদনকারীরা পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের উপর নির্ভর করলেও, সেগুলি কেবল আইন অনুসারে যোগ্যতা এবং যাচাই সাপেক্ষে বেতন ছাড়ের জন্য ছিল। সুধীর বাসুদেব বনাম এম. জর্জ রবিশেখরন [2] মামলার এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করে প্রতিবাদীগন বলেন যে আদালত অবমাননার এক্তিয়ার প্রয়োগ করে রায় বা *আদেশের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে না* যেখানে লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে বা এমন প্রশ্নগুলি পরীক্ষা করতে পারে না যা নিয়ে যে রায় লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে তাতে আলোচনা করা হয়নি বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে এই আদালত চূড়ান্ত রায়ে যা কিছু করেছে তা হল আপিলের বিচারাধীন থাকার সময়ে করা ব্যক্তিদের নিয়োগ এবং হাইকোর্টের রায়কে বৈধ রাখা।রায়ের প্রেক্ষাপট ছিল আইনের বিধানগুলির প্রয়োগযোগ্যতা। তবে, এর অর্থ এই নয় যে অন্যান্য বিধিবদ্ধ শর্ত যেমন সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার যোগ্যতা, স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি; অনুদানের জন্য এর যোগ্যতা; নিয়োগের সময় প্রার্থী কর্তৃক গৃহীত যোগ্যতা; শূন্যপদের অস্তিত্ব এবং যেভাবে নির্বাচন করা হয়েছিল ইত্যাদি বিবেচনা করা যায় না। অভিযুক্ত অবমাননাকারীরা এই বিষয়ে নিয়োগের নিয়মের উপর নির্ভর করেছিলেন যা নিয়োগের পদ্ধতি যেমন কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ; শূন্যপদের তালিকা; কর্মীবিন্যাস; প্রতিষ্ঠানটি যোগ্য কিনা এবং অনুদানপ্রাপ্ত কি না।

6. আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, আপিলে হাইকোর্টের রায় এই আইনের কিছু বিধানকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছিল। এই আদালত তার রায়ে এই আইনের বৈধতা সম্পর্কে হাইকোর্টের সেই সিদ্ধান্তগুলি খারিজ করে দিয়েছে। ফলস্বরূপ, এই আইনের বিধানগুলি বৈধ এবং কার্যকরী বলে বিবেচিত হয়েছে। এই আইনটি পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসাসহ এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল।এই আদালত প্রাসঙ্গিক বিবরণ পরীক্ষা করার পরে আইনের বিধানগুলি বহাল রাখে এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিম্নরূপ রায় দেয়ঃ

2 (2014) 3 এস. সি. সি. 373

"54. রাজ্য আইনসভা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা এইভাবে নিশ্চিত করে যে, ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত কমিশন রাজ্য জুড়ে প্রতিভা বেছে নেবে। একটি ন্যায্য নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করবে এবং পুরোপুরি যোগ্যতার ভিত্তিতে উপলব্ধ সেরা প্রতিভা নির্বাচন করবে এবং মনোনয়নের বেলাতেও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং যত্ন নেওয়া হবে।

এইভাবে বিধিবদ্ধ বিধানগুলি শিক্ষায় 'উৎকর্ষ' অর্জন করতে চায় এবং সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থকেও উন্নীত করতে চায়। টি. এম. এ পাই ফাউন্ডেশন মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তে বর্ণিত বিধানগুলি উক্ত নির্বাচনের পরীক্ষাটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

55. টি. এম. এ পাই ফাউন্ডেশন মামলার সিদ্ধান্তে নির্ধারিত নীতিগুলি অনুসরণ করে আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিভঙ্গিতে, সংশ্লিষ্ট বিধানগুলি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের অধিকার লঙ্ঘন করছে বলে বলা যায় না।কমিশন আইনের বিধান অনুযায়ী গঠিত কমিশন কর্তৃক শিক্ষকদের নির্বাচন এবং তাদের মনোনয়ন জাতীয় স্বার্থের পাশাপাশি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থরক্ষা করবে এবং উক্ত বিধানগুলি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার লঙ্ঘন করে না।

56. টি. এম. এ পাই ফাউন্ডেশন মামলায় এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।

আমরা জানি যে ব্রাহ্ম সমাজ এডুকেশন সোসাইটি, সিক্কি এডুকেশন সোসাইটি এবং চন্দনা দাস (মালাকার) টি. এম. এ পাই ফাউন্ডেশনের পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়োগের জন্য বৈধভাবে শিক্ষকদের মনোনীত করতে পারে কিনা এই প্রশ্নটিও এই আদালত স্থির করেছিল। ব্রাহ্ম সমাজ এডুকেশন সোসাইটি নির্দিষ্টভাবে এই প্রশ্নটি নিয়ে স্থির করেনি যে নিয়মগুলি বৈধ কিনা এবং টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন মামলার নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিয়ম ও বিধিমালা আনার বিষয়টি কর্তৃপক্ষের উপর ছেড়ে দিয়েছে।সিক্কি এডুকেশন সোসাইটি সংরক্ষণের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি নিয়ে স্থির করেছে। এতে আরও দেখা গেছে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত শিক্ষকরা ভাষাগত সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ানোর জন্য উপযুক্ত হবেন না। চন্দনা দাস (মালাকার)এর মূল বিষয় ছিল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি সংখ্যালঘু কি না। সিক্কি এডুকেশন সোসাইটি এবং চন্দনা দাস (মালাকার) বিধিবদ্ধ শাসনব্যবস্থা নিয়ে

কাজ করেছে যেখানে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষকদের উপযুক্ততা সম্পর্কিত কোন বিষয়ে প্রয়োজন হতে পারে।

যাইহোক, বর্তমান বিষয়ের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যটি দেখায় যে ইসলামী সংস্কৃতি ও ধর্মতত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা ব্যক্তিদের উপর বিশেষ জোর দিয়ে কমিশনের গঠন নিশ্চিত করবে যে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষ চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তার উপর সর্বদা যত্ন নেবে এবং এইভাবে বর্তমান মামলাটি একটি ভিন্ন ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে।

অতএব, টি. এম. এ পাই ফাউন্ডেশনে গৃহীত পরীক্ষাটি মেনে চলতে আমাদের কোনও দ্বিধা নেই এবং আমরা মনে করি যে কমিশন আইনের বিধানগুলি কোনওভাবেই সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার লঙ্ঘন করে না।"

7. 58 নং অনুচ্ছেদে, আদালত আইনের বিধান অনুসারে কমিশনের মনোনয়নকে বৈধ বলে ঘোষণা করে এবং হাইকোর্টের দ্বারা বিষয়গুলির নিষ্পত্তির পরে করা নিয়োগগুলি সমস্ত উদ্দেশ্যে বৈধ বলে বিবেচিত হয়।তবে মাদ্রাসাগুলি কীভাবে শিক্ষকদের শিক্ষণ/অ-শিক্ষণ কর্মী হিসাবে নিয়োগ করতে অগ্রসর হয়েছিল সে সম্পর্কে আদালত তার চিন্তা প্রয়োগ করেছিল কিনা সে বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।এছাড়াও, প্রয়োজনীয় শিক্ষার মান এবং প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সাহায্যপ্রাপ্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়োগ করতে পারে এমন নিয়ম/প্রবিধান, প্রযোজ্য বিজ্ঞপ্তি এবং নির্দেশিকা সম্পর্কে কোনও আলোচনা হয়নি; একটি স্বচ্ছ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা; সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল কি না; কোন কমিটি বা সংস্থা, যা নিয়ম ও প্রবিধান অনুসারে গঠিত হয়েছিল তা কোন ব্যক্তিকে নির্বাচন করেছে কিনা ইত্যাদি। প্রতিবাদী/অভিযুক্ত অবমাননাকারীদের যুক্তি, যে যাচাইয়ের প্রক্রিয়াটি হওয়া উচিত, তা যুক্তিযুক্ত এবং সারবত্তাযুক্ত বলেই মনে হয়।

8. এই পরিস্থিতিতে, আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, কোনও সন্দেহ নেই যে আদালত নিয়োগগুলি ততটাই বৈধ বলে ঘোষণা করেছিল, যতটা তারা সংশ্লিষ্ট নিয়ম এবং কার্যকরী নিয়ম মেনে চলেছিল।অন্য কোনরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া্টা আবশ্যিক বিধান, নিয়ম এবং নির্দেশিকা সহ মৌলিক মানকে উপেক্ষা করা হবে - যা প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেনে চলবে বলে আশা করা হয়।

9. উপরন্তু, প্রতিবাদীগনদের বক্তব্যের মধ্যে যোগ্যতা রয়েছে যে অবমাননার বিচারপ্রক্রিয়ায় আদালত তার পরিধি বাড়াতে পারে না এবং যে বিষয়গুলি তার প্রাপ্ত অংশ

নয়, অর্থাৎ রায়ে যে নির্দেশ বা আদেশের অবমাননার অভিযোগ আনা হয়েছে তার সীমানা কতদূর তা পরীক্ষা করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, সুধীর বাসুদেবের (পূর্বোক্ত) সিদ্ধান্তে এটি নিম্নরূপ ছিলঃ

"19.আদালত অবমাননার শাস্তি দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের পাশাপাশি এই আদালতের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা সংবিধানের পাশাপাশি আদালত অবমাননা আইন, 1971-এর অধীনে উপলব্ধ একটি বিশেষ এবং বিরল ক্ষমতা।এটি একটি জোরালো ক্ষমতা যার অপপ্রয়োগ অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাধীনতাও হরণ করতে পারে।ক্ষমতার এই প্রকৃতির ফলেই আদালতের উপর একটি পবিত্র কর্তব্য বর্তায় এর প্রয়োগ পরম যত্ন ও সতর্কতা সহ করবার জন্য।এটি আরও প্রয়োজনীয় কারণ, প্রায়শই, অবমাননার আবেদনের বিচারের সাথে আদেশের অর্থ এবং প্রভাবের স্ব-নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়া জড়িত থাকে যার ক্ষেত্রে অবাধ্যতার অভিযোগ আরোপিত হয়।অতএব, আদালতগুলি অবশ্যই যে আদেশ লঙ্ঘিত হয়েছে বলে অভিযোগ তার গণ্ডী অতিক্রম করবে না বা এমন প্রশ্নগুলিতে প্রবেশ করবে না যা রায়ে আলোচিত হয়নি বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, যে রায় বা আদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে।কোনও রায় বা আদেশে শুধুমাত্র সেইসব সুস্পষ্ট বা স্পষ্টভাবে স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশগুলিই বিবেচনার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা উচিত যে কোনও অবাধ্যতা বা ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন হয়েছে কিনা।নির্ধারিত বিষয়গুলি পুনরায় খোলা যাবে না; এবং ন্যায়ের অজুহাত বিবেচনা করা যাবে না।আদালতগুলিকে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, অবমাননার আবেদন বিবেচনা করার সময় পুনর্বিবেচনা বা আপিলের মতো অন্যান্য সংশোধনমূলক বিচারব্যবস্থায় আদালতের যে ক্ষমতা রয়েছে তার উপর যেন অনধিকার প্রবেশ না করা হয়।আদালত অবমাননা আইনের ক্ষেত্রে এক্তিয়ার প্রয়োগ করার সময় আদালত কর্তৃক ইতিমধ্যে যা প্রকাশ করা হয়েছে তার পরিপূরক কোনও আদেশ বা নির্দেশনা জারি করা উচিত নয়; এই ধরনের অনুশীলন আদালতে ন্যস্ত অন্যান্য এক্তিয়ারে আরও উপযুক্ত, যেমন পূর্বে লক্ষ্য করা গেছে। উপরের নীতিগুলি হবে আইনজীবির কক্ষে উল্লিখিত নজিরগুলির রাশিকৃত ফলাফল বলে মনে হয়, যথা, ঝারেশ্বর প্রসাদ পল বনাম তারক নাথ গাঙ্গুলি [(2002) 5 এসসিসি 352:2002 এসসিসি (এল অ্যান্ড এস) 703], ভি. এম. মনোহর প্রসাদ বনাম এন. রত্নম রাজু [(2004) 13 এসসিসি 610:2006 এস. সি. সি (এল অ্যান্ড এস) 907], বিহার ফাইন্যান্স সার্ভিস হাউস বি কনস্ট্রাকশন কোঅপারেটিভ।সোসাইটি লিমিটেড বনামগৌতম

গোস্বামী [(2008) 5 এসসিসি 339] এবং ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম সুবেদার দেওয়াসি পিভি [(2006) 1 এসসিসি 613]।

10. বর্তমান ক্ষেত্রেও, এই আদালতের অভিমত হল যে, প্রতিবাদীগন নিয়োগ যাচাই না করে এবং যোগ্যতার শর্ত পূরণ (প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা); শূন্যপদের প্রাপ্যতা; মাদ্রাসাগুলির ক্ষেত্রে কর্মী গঠন যেখানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং যদি তা হয় তবে কোন সময়ের জন্য; প্রতিষ্ঠানটি সহায়তাপ্রাপ্ত এবং স্বীকৃত বা না বা স্বীকৃত এবং অ-সহায়তাপ্রাপ্ত ছিল কিনা এবং যদি তা হয় তবে কোন সময়ের জন্য; যথাযথভাবে ক্ষমতায়িত নির্বাচন সংস্থা বা সংস্থাগুলি দাবিদারকে নিয়োগের আগে তার প্রার্থীপদ বিবেচনা করেছিল কিনা এবং ব্যক্তি/দাবিদারকে নির্বাচন করা কমিটি বা সংস্থা নিয়ম বা নির্দেশিকা অনুসারে গঠিত হয়েছিল কিনা ইত্যাদি বিষয়ে বিবাদীদের অবস্থান ন্যায়সঙ্গত।এই পরিস্থিতিতে, এই আদালতের অভিমত হল যে পরবর্তী প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া যাবে না কারণ প্রতিটি আবেদনকারীর নিয়োগের বিষয়ে যথাযথ যাচাই না করা পর্যন্ত কোনও নির্ধারণই করা যাবে না।

11. উপরন্তু, এই আদালত, অবমাননার এক্তিয়ারের বৈধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্তের গুণাগুণ পরীক্ষা করতে পারে না, রাজ্য বা মাদ্রাসার অবস্থান বিষয়ে যে কোন আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট নিয়ম এবং বিধিমালা বিবেচনা করে কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত হওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী কিনা সেই সংক্রান্ত। " জে. এস. পরিহার বনাম গণপত দুগ্গর" -এ এই আদালত অবমাননার কার্যধারার সীমিত সুযোগকে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেঃ

"6. তারপর প্রশ্ন হল, বরিষ্ঠতার তালিকা পুনরায় তৈরি করার জন্য একক বিচারপতির জারি করা নির্দেশ বাতিল করার ক্ষেত্রে খণ্ড ন্যায়পীঠ সঠিক ছিল কি না।প্রতিবাদী পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ কৌঁসুলি শ্রী এস. কে. জৈন যুক্তি দেখান যে, যদি না বিজ্ঞ বিচারক এই সরকারি সিদ্ধান্তের যাথার্থ্যের দিকে না যান, যা সরকার বিচারপ্তিত্রয় দ্বারা গঠিত ন্যায় পীঠ নির্ধারিত আইনের আলোকে বরিষ্ঠতার তালিকা প্রস্তুত করার জন্য নিয়েছিল, তবে বিজ্ঞ বিচারক এই সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন না যে, উত্তরদাতা ইচ্ছাকৃতভাবে বা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আইনের ধারা 2 (বি)-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত আদালতের আদেশ অমান্য করেছেন কি না। অতএব, হাইকোর্ট বিজ্ঞ একক বিচারককে অবশ্যই সেই প্রশ্নের গুণাগুণের দিকে যেতে হবে।

3 (1996) 6 SCC 291

আমরা এই যুক্তির দৃঢ় ভিত্তি আছে বলে মনে করি না।দেখা যায় যে, এটা স্বীকার্য যে প্রতিবাদীগন 2-7-1991-এ বরিষ্ঠতার তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন।পরবর্তীকালে পদোন্নতি দেওয়া হয়।প্রশ্ন হল, জ্যেষ্ঠতার তালিকাটি পূর্ববর্তী বেঞ্চগুলির জারি করা নির্দেশাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য আদালত অবমাননার কার্যধারায় পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত কি না।দেখা যাচ্ছে যে একবার আদালত কর্তৃক জারি করা নির্দেশের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক একটি আদেশ বার হলে, একটি উপযুক্ত ফোরামে প্রতিকার চাওয়ার জন্য একটি নতুন কার্যকারণের উদয় হয়।বরিষ্ঠতার তালিকা প্রস্তুত করা ভুল হতে পারে বা ঠিক হতে পারে বা নির্দেশাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে বা নাও হতে পারে।তবে এটি বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগটি কাজে লাগানোর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের জন্য পদক্ষেপের একটি নতুন কার্যকারণ হবে।কিন্তু এটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে আদেশের লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।আদালত অবমাননার প্রক্রিয়ায় বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা পুনরায় প্রয়োগ করার পরে, বিজ্ঞ একক বিচারকের দ্বারা বরিষ্ঠতার তালিকা পুনরায় প্রস্তুত করার জন্য একটি নতুন নির্দেশনা দেওয়া যাবে না।অন্য ভাবে বললে, বিজ্ঞ বিচারক অবমাননার প্রক্রিয়ায় যোগ্যতার ভিত্তিতে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য এক্তিয়ার প্রয়োগ করছিলেন।আইনের 12 ধারার অধীনে এটি অনুমোদিত হবে না। অতএব, রাজস্থান হাইকোর্ট অধ্যাদেশের 18 ধারার অধীনে বিভাগীয় বেঞ্চ একক বিচারপতির রায় বা আদেশ হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে; খণ্ড ন্যায়পীঠ বিজ্ঞ একক বিচারকের দ্বারা করা ভুল সংশোধন করেছে।অতএব, রাষ্ট্রের পক্ষে এই আদালতে বিজ্ঞ একক বিচারপতির রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার প্রয়োজন নাও হতে পারে যখন বিষয়টি ইতিমধ্যে খণ্ড ন্যায়পীঠের হাতে চলে গেছে। "

12. পরবর্তী এক সিদ্ধান্তে বলা হয়, মেদিনীপুর পিপলস কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম চুনিলাল নন্দা[4] এই আদালত অবমাননার এক্তিয়ার প্রয়োগের প্রশ্নে আদালতের সীমাবদ্ধতাগুলি ব্যাখ্যা করেছেঃ

11.অবমাননার প্রক্রিয়ায় আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তগুলি থেকে উদ্ভূত অবস্থানটি সংক্ষেপে এইভাবে বলা যেতে পারেঃ

i. 19 ধারার অধীনে একটি আপিল শুধুমাত্র হাইকোর্টের অবমাননার জন্য, শাস্তি দেওয়ার জন্য, তার এক্তিয়ার প্রয়োগ করে পাস করা একটি আদেশ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কার্যকর, অর্থাৎ অবমাননার জন্য শাস্তি প্রদানকারী একটি আদেশ।

4(2006) 5 SCC 399

ii. অবমাননার জন্য কার্যধারা শুরু করতে অস্বীকার করার আদেশ, অবমাননার জন্য কার্যধারা শুরু করার আদেশ বা অবমাননার জন্য কার্যধারা বাতিল করার আদেশ বা

অবমাননার জন্য খালাস বা খালাস দেওয়ার আদেশ আদালত অবমাননা আইনের 19 ধারার অধীনে আপিলযোগ্য নয়। বিশেষ পরিস্থিতিতে, তারা সংবিধানের 136 অনুচ্ছেদের অধীনে চ্যালেঞ্জে করা করতে পারে।

iii. আদালত অবমাননার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে আদালত অবমাননা করা হয়েছে কিনা, এবং যদি তাই হয়, তবে শাস্তি এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি কী হওয়া উচিত। এই ধরনের বিচারপ্রক্রিয়ায় পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের সারবত্তা সম্পর্কিত কোনও বিষয়ে বিচার বা সিদ্ধান্ত নেওয়া যথাযথ নয়।

iv. পক্ষগুলির মধ্যে বিবাদের সারবত্তার ভিত্তিতে হাইকোর্ট কর্তৃক জারি করা কোনও নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত "অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়ার এক্তিয়ার" প্রয়োগের মধ্যে থাকবে না এবং তাই আদালত অবমাননা আইনের 19 ধারার অধীনে আপিলযোগ্য হবে না। একমাত্র ব্যতিক্রম হল যেখানে এই ধরনের নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত অবমাননার জন্য শাস্তিমূলক আদেশের সাথে আনুষঙ্গিক বা অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, যে ক্ষেত্রে আইনের 19 ধারার অধীনে আপিল, আনুষঙ্গিক বা অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত নির্দেশকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

v. হাইকোর্ট যদি যে কোনও কারণে অবমাননার বিচারপ্রক্রিয়ায় কোনও বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বা পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের সারবত্তা সম্পর্কিত কোনও নির্দেশ দেয়, তবে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি প্রতিকারহীন থাকবে না। এই ধরনের আদেশ একটি আন্তঃ-আদালতের আপিলে চ্যালেঞ্জ করার জন্য উন্মুক্ত (যদি আদেশটি একজন বিজ্ঞ একক বিচারকের হয় এবং একটি আন্তঃ-আদালতের আবেদনের জন্য একটি বিধান থাকে), অথবা ভারতের সংবিধানের 136 অনুচ্ছেদের অধীনে আপিল করার জন্য বিশেষ অনুমতি চেয়ে (অন্যান্য ক্ষেত্রে) ।

13. সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে, এই আদালত যদি প্রতিবাদীগণের অবস্থানের সারবত্তার উপর রায় দেয়, তবে তাকে অবশ্যই প্রতিটি মামলার তথ্য বিবেচনা করতে হবে এবং অভিযুক্ত অবমাননাকারীদের অবস্থান --যেখানেই আবেদনকারীদের প্রতিকূল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তার

সারবত্তার ভিত্তিতে সঠিক কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে। এই প্রয়োগটি, স্পষ্টতই অবমাননার এক্তিয়ারের যথাযথ প্রয়োগে গ্রহণযোগ্য নয়।

14. উপরের পর্যবেক্ষণগুলি সাধারণত বর্তমান বাদীগণের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত এবং নিষ্পত্তিকারী হত।যাইহোক, এই আদালত এই বিষয়ে সচেতন যে সরকার কর্তৃক গৃহীত যাচাইকরণ প্রক্রিয়াটি আরও বিলম্বের কারণ হতে পারে এবং মাদ্রাসার সমস্ত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে নিযুক্ত হওয়া ব্যক্তি ও কর্মীদের জন্য বহুবিধ মামলা, অনিশ্চয়তার কারণ হতে পারে।

15. শুনানির সময় এই আদালত একটি কমিটি গঠনের পরামর্শ দিয়েছিল যা সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি পরীক্ষা করবে এবং আবেদনকারীদের দাবি যাচাই করবে যা পরে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং সে সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।এই পরামর্শটি রাজ্য, কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল, যাদের প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রী রাকেশ দ্বিবেদী, শ্রী সি. ইউ. সিং, বরিষ্ঠ আইনজীবীগন এবং অন্যান্য আইনজীবী।

16. শুনানির সময় আদালত একটি কমিটি গঠনের পরামর্শ দিয়েছিল যা সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবে এবং আবেদনকারীদের দাবি যাচাই করবে যা পরে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এই পরামর্শটি রাজ্য, সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাগুলি এবং আবেদনকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল, যার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সর্বশ্রী রাকেশ দ্বিবেদী, সি. ইউ. সিং এবং হুজেফা আহমাদি, বরিষ্ঠ আইনজীবীগন, মিসেস মধুমিতা ভট্টাচার্য, শ্রী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য আইনজীবী।

17. তদনুসারে, এই আদালত অনুচ্ছেদ 142-এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে কলিকাতা উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দেবী প্রসাদ দে-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে।এই কমিটিতে একজন প্রধান সচিব যিনি আইএএস পদমর্যাদার আধিকারিক হবেন, যিনি পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারে দায়িত্ব পালন করেছেন, এবং উচ্চ শিক্ষা বিভাগে অভিজ্ঞতা সহ কলকাতায় বাস করছেন, পাশাপাশি কলকাতায় বসবাসকারী পশ্চিমবঙ্গের একটি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারও থাকবেন। রাজ্য সরকার সভাপতি ছাড়া অন্য সদস্যদের মনোনীত করবে। কমিটিকে আবেদনকারীর দাবি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছেঃ- নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মাথায় রেখে।

(a) যে তারিখে নিয়োগ করা হয়েছিল সেই তারিখে মাদ্রাসা বা তার পরিচালন কমিটি রাজ্য সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল কি না ?

(b) প্রয়োজনীয় নির্ধারিত যোগ্যতার অধিকারী এবং সংশ্লিষ্ট পদের জন্য নির্ধারিত অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্য শর্ত পূরণকারী প্রার্থীদের জন্য এই ধরনের নিয়োগ করা হয়েছিল কিনা ?

(c) কোলকাতা গেজেট বিজ্ঞপ্তি তারিখ 11-03-2015 (নং 93-এসই/এস/10আর-14/2013-9 ফেব্রুয়ারী, 2015) এবং কোলকাতা গেজেট বিজ্ঞপ্তি তারিখ 04-03-2016 (নং 486 এমডি/ও/2এম-11/2016)-এ নির্দেশিত নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করে এই ধরনের নিয়োগ করা হয়েছিল কিনা ?

(d) বিদ্যমান শূন্যপদের স্থানে নিয়োগ করা হয়েছিল কি না এবং শূন্যপদগুলি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/মাদ্রাসার কর্মীবিন্যাস অনুযায়ী হয়েছিল কিনা।

(e) নিয়োগ হয়েছিল কিনা, নিয়োগ হবার পর নিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে নিজ নিজ পদে কাজ করেছিলেন কি না ?

(f) নিয়োগগুলি প্রকৃতপক্ষে নিয়োগপত্রের তারিখে করা হয়েছিল, কিনা বা আগের কোন তারিখে হয়েছিল ?

18. কমিটির সভাপতির পারিশ্রমিক হবে 10,00,000/--এবং প্রতিটি সদস্যের পারিশ্রমিক হবে 5,00,000/-।কমিটি দ্রুত তার কাজ শেষ করবে এবং আজ থেকে চার মাসের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেবে, যা তারপরে দুই মাসের মধ্যে আবেদনকারীদের বিষয়ে যথাযথ আদেশ দেবে।

19. শ্রীমতি মধুমিতা ভট্টাচার্জি বলেন যে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় সমস্ত সহযোগিতা প্রদান করবে, যা কমিটির কাজ শেষ করার জন্য পরিকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় কর্মী সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।রাজ্য সরকারকে আজ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে কমিটিকে অবহিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যারা তাদের দাবি যাচাইয়ের জন্য আগ্রহী তাদের যথাযথ প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এই ধরনের প্রচার হবে ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই সংবাদপত্রে যথাযথ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে হতে পারে। এর সাথে, রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, নবান্ন, হাওড়ার ওয়েবসাইটেও এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে যে সময়ের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব পেশ করা যেতে পারে তার উল্লেখ থাকবে।যারা সুবিধা দাবি করছেন, সেইসাথে যারা প্রতিবেদনের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন,

তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিটির কাছে প্রতিনিধিত্ব পেশ করতে পারবেন।কমিটি আগ্রহীদের শুনানির একটি উপযুক্ত ও বাস্তবসম্মত পদ্ধতিও বিবেচনা করবে।

20. এই আবেদনগুলি এবং মুলতুবি থাকা আবেদন/আপিলগুলি উপরোক্ত শর্তাবলীতে নিষ্পত্তি করা হল।

দিব্যা পান্ডে
(সহকারীঃ শেভালি মোঙ্গা, এল. সি. আর. এ)

আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করা হল।

DISCLAIMER: "The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation".